মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

নথি নং -বিঅ-৬/৭১০৬/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.৯৮০০ তারিখ: ১৭-০৪-২০২২

বিষয়: তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্র : অভিযোগকারীর ২২-০৩-২০২২ তারিখের আবেদন (আইডি- (১৩৯১৮)

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলার দীঘা ইন্তাজ মোল্যা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: ইউনুস আলীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের কথা উল্লেখ করে প্রাক্তন এডহক কমিটির সভাপতি জনাব মো: মুরাদ চৌধুরী অভিযোগ দাখিল করেছেন। উক্ত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন অতিসত্ত্বর নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

১৭-০৪-২০২২
(ড. বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
02477762705

জেলা প্রশাসক
মাগুরা।

সংযুক্তি: অভিযোগের ছায়ালিপি

নথি নং-বিঅ-৬/৭১০৬/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.৯৮০০ (৬) তারিখ: ১৭-০৪-২০২২

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মহম্মদপুর, মাগুরা।
২। জেলা শিক্ষা অফিসার, মাগুরা।
৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, মহম্মদপুর, মাগুরা।
৪। প্রধান শিক্ষক, দীঘা ইন্তাজ মোল্যা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দীঘা, মহম্মদপুর, মাগুরা।
৫। অভিযোগকারী, জনাব মো: মুরাদ চৌধুরী (০১৬৮৯-৪৬৬০৩৩), মহম্মদপুর, মাগুরা।
৬। অফিস নথি।

১৭-০৪-২০২২
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
02477762705

তারিখঃ ২২/০৩/২০২২

বরাবর

বিদ্যালয় পরিদর্শক

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।

বিষয়ঃ জাল জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ নৈতিক শৃঙ্খল অভিযোগ থাকায় দীঘা ইন্তাজ মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ইউনুস আলীকে তদন্ত পুর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন।

জনাব

যথা বিহীত সম্মানপুর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি মোঃ মুরাদ চৌধুরী, সভাপতি, এডহক কমিটি দীঘা ইন্তাজ মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডাকঘর দীঘা, উপজেলা মহম্মদপুর, জেলা মাগুরা। এই মর্মে অভিযোগ করিতেছি যে, দীঘা ইন্তাজ মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডাকঘর দীঘা, উপজেলা মহম্মদপুর, জেলা মাগুরা এর প্রধান শিক্ষক মোঃ ইউনুস আলী ধুরন্ধর শ্রেনির লোক, জাল জালিয়াতি পারদর্শি মর্মে এলাকায় খ্যাতি রয়েছে। নিম্নে তার বিরুদ্ধে সুনির্দ্দিষ্ট্য অভিযোগ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১। আমি মোঃ মুরাদ চৌধুরী, , দীঘা ইন্তাজ মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির সভাপতি গত ০৩/১০/২০২১ ইং যশোর বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত চিঠি পাই ০৮/১০/২০২১ ইং তারিখে এবং এডহক কমিটি সদস্য বৃন্দ নিয়ে ২০/১০/২০২১ ইং তারিখে দীঘা ইন্তাজ মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে আমার সভাপতিত্বে মিটিং করি।

পরিতাপের বিষয় এই যে, মাগুরা জেলা পরিষদ কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২০২ সিরিয়ালে দীঘা ইন্তাজ মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুকুলে শহীদ মিনার উন্নয়নের জন্য ২০০০০০ (দুই লক্ষ) টাকা প্রকল্প বরাদ্দ পাই, পরে স্মারক নং জেপমা/প্রকৌঃ/এডিপি/সিপিপিসি-১৪৭/২০২১-২০২২/১০৫৩ তারিখ ০২/১২/২০২১ খ্রিঃ জেলা পরিষদ মাগুরা থেকে চিঠি প্রেরণ করা হয়। যার প্রাপক সভাপতি, দীঘা ইন্তাজ মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহম্মদপুর, মাগুরা। কিন্তু উক্ত চিঠি গ্রহন করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ ইউনুস আলী। চিঠি গ্রহণের কথা গোপন রেখে এবং আমাকে না জানিয়ে প্রধান শিক্ষক মোঃ ইউনুস আলী ও সাবেক সভাপিত এবিএম তরিকুল ইসলাম যোগসাযোগে সম্পূর্ন অবৈধ ভাবে ১৪/১২/২০২১ ইং একটি রেজুলেশন লেখে, প্রকল্প কমিটির সভাপতি সাবেক সভাপতি এবিএম তরিকুল ইসলাম কে সভাপতি করে, একটি রেজুলেশন লেখে সিপিপিসি কমিটি গঠন করে, যে রেজুলেশন নং ২২/২১ যার তারিখ ১৪/১২/২০২১ ইং এবং সাবেক সভাপিত এবিএম তরিকুল ইসলাম যার সিল ও স্বাক্ষর ১৫/১২/২০২১ইং। যাহা ১ম কিস্তির টাকার জন্য অনুমোদন দেন জেলা পরিষদ, যার ভাউচার নং৩৯৯, চেক নং-১৬৩৩১৮৫, রুপালী ব্যাংক লিঃ, হিসাব নং-৩১০৩০২০০০১১০৭৫। তারিখ ২৪/০১/২০২২। যাহা সমপুর্ন অবৈধ্য ও জালিয়াতি।

২। আমি মোঃ মুরাদ চৌধুরী, , দীঘা ইন্তাজ মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি, এডহক কমিটির হওয়ার পর ৩১/১২/২০২১ ইং তারিখে মোঃ বাবন মিয়া নিকট থেকে দীঘা ইন্তাজ মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাগড়া বাজার মার্কেট জামানত অগ্রীম বাবদ ৪০০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা আমাকে গোপন রেখে প্রধান শিক্ষক মোঃ ইউনুস আলী আদায় করে। যাহার রশিদ নং-২৮৫০, তারিখ ৩১/১২/২০২১ ইং।

৩। গত ১২/১২/২০২১ ইং তারিখে অষ্টম শ্রেনির ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে ১-৪৩ পযন্ত ১০০ (একশ) টাকা করে এবং ৪৪-৯৮ পযন্ত ২০০ (দুই শত) টাকা করে ফরম ফিলাপ বাবদ গ্রহণ করে।আমাকে গোপন রেখে প্রধান শিক্ষক মোঃ ইউনুস আলী উক্ত টাকা আদায় করে, বিষয়টি প্রধান শিক্ষক মোঃ ইউনুস আলী কে অবহিত করলে তিনি আমার উপর ক্ষুব্ধ হন,।

৪। গত ২০২০ ও ২০২১ সালের পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে বোর্ড ফি বাবদ নাগড়া কৃষি ব্যাংক একাউন্ট নং-৩৫৩ এ ২০২০ সালে এস এস সি পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে ২২০০ (দুই হাজার দুই শত) টাকা এবং ২০২১ সালে এস এস সি পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে ২০০০(দুই হাজার) টাকা জমা প্রদান করতে নির্দেশ দেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত ফি বাবদ ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা বে-আইনীভাবে আদায় করে নিজে।

৫। প্রধান শিক্ষক মোঃ ইউনুস আলী অবৈধ সম্পর্ক করে জ্যোৎস্না খাতুন নামে এক মহিলার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। ফলে মাগুরা বিচারিক আদালতে সি আর ২২৭/১৬ মামলা রজু হয়। ঐ মামলা মোঃ ইউনুস আলী ২২/০২/২০১৭ ইং তারিখ থেকে ০১/০৩/২০১৭ তারিখ পযন্ত হাজত বাস করেন। কিন্তু বিদ্যালয় শিক্ষক হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর প্রদান করেন। এ সময় বিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন এ বি এম তরিকুল ইসলাম , কিন্তু তিনি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই এবং কোন ছুটি গ্রহণ ব্যতীত হাজত বাসকালীন সময় ০৮ (আট) দিনের বেতন ভাতা গ্রহন করে যা সম্পূর্ন ফোজদারী অপরাধ।

৬। দীঘা ইন্তাজ মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ইউনুস আলী, ব্যাংক হিসাব থেকে জালিয়াতি করে চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করে টাকা আত্মসাৎ করেন। মহম্মদপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিবেদনের স্মারক নং নিম্নে প্রদান করা হলো।

ক) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার,মহম্মদপুর, মাগুরা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন যাহার স্মারক নং- উমাশিঅ/মহম্মদপুর/১২/৪, তারিখ ২১/০৩/২০১২ ইং কপি সংযুক্ত।

খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মহম্মদপুর, মাগুরা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন যাহার স্মারক নং ০৫.৪৪.৫৫.৬৬০০০.০৫.০০১.১২-৪০৬, তারিখ ২৪/০৪/২০১২ ইং কপি সংযুক্ত।

৭। সাবেক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য মোঃ ওহিদুর রহমান, প্রধান শিক্ষক মোঃ ইউনুস আলী বিরুদ্ধে অবৈধভাবে গাছ কর্তন করে বিক্রয় করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর দরখাস্তের পরিপেক্ষিতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার,মহম্মদপুর, মাগুরা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন দীঘা ইন্তাজ মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ইউনুস আলী, কর্তৃক অবৈধভাবে গাছ কর্তন করে বিক্রয় করে।

৮। আমি মোঃ মুরাদ চৌধুরী, , দীঘা ইন্তাজ মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির সভাপতি হওয়ার পর পূর্বের রেজুলেশন খাতা দেখতে চাইলে প্রধান শিক্ষক মোঃ ইউনুস আলী বলেন পূর্বের রেজুলেশন খাতা দেখার কোন এখতিয়ার নেই, আমি দেখাবো না। সভাপতি হওয়ার পর আজ ও খাতা দেখায়নি। কারণ সাবেক সভাপতি কে দিয়ে এখন অবৈধ রেজুলেশন করে চলছে এবং সঠিক তারিখ ফ্লুয়িট দিয়ে পরিবর্তন করে পূর্বের তারিখ দেখাচ্ছে।

অতএব হুজুরের নিকট দয়া করিয়া উল্লেখিত অভিযোগ তদন্ত করিয়া দূর্নীতিবাজ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিদ্যালয়ের অনিয়ম দূর্নীতি নির্মূল ও শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে মহোদয়ের মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক
murad 22/06/2022
মোঃ মুরাদ চৌধুরী
সভাপতি
দীঘা ইন্তাজ মোল্যা মাধ্যমিক বিদ্যালয়
মহম্মদপুর, মাগুরা

মোঃ মুরাদ চৌধুরী
সভাপতি
দীঘা ইন্তাজ মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়
মহম্মদপুর, মাগুরা।
মোবাইলঃ ০১৬৮৯৪৬৬০৩৩

সংযুক্ত করা হল
১। দীঘা ইন্তাজ মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি, এডহক কমিটির চিঠি।
২। দীঘা ইন্তাজ মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির প্রথম সভার রেজুলেশনের কপি।
৩। জেলা পরিষদে দাখিল করা দীঘা ইন্তাজ মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চুক্তিনামা ও ২২/২১ নং সভার রেজুলেশন ফটোকপি।
৪। নাগড়া ব্যাংক এ ৩৫৩ নং একাউন্টে টাকা জমা সিলিপ।
৫। ২২৭/১৬ সি আর মামলার নথির ফটোকপি।
৬। ৪০০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা, যাহার রশিদ নং-২৮৫০, তারিখ ৩১/১২/২০২১ ইং ১ কপি ফটোকপি।
৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মাধ্যমিক উপজেলা শিক্ষা অফিসার,মহম্মদপুর, মাগুরা তদন্তের ফটোকপি।
৮। স্মারক নং জেপমা/প্রকৌঃ/এডিপি/সিপিপিসি-১৪৭/২০২১-২০২২/১০৫৩ তারিখ ০২/১২/২০২১ খ্রিঃ জেলা পরিষদ মাগুরা থেকে চিঠি প্রেরণ ১ কপি ফটোকপি।

সদয় অবগতির জন্য প্রেরন করা গেলো।
১। শিক্ষা সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
২। মহা পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
৪। জেলা প্রশাসক,মাগুরা।
৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মহম্মদপুর,মাগুরা।
৬। জেলা শিক্ষা অফিসার, মাগুরা।